৩০.গাযওয়াতুল হিন্দ ও আমাদের দায়িত্ব

بسم الله الرحمن الرحيم

গাযওয়াতুল হিন্দ: আমাদের দায়িত্ব

কথিত আঞ্চলিক পরাশক্তি ভারতের ক্ষমতায় হিন্দুত্ববাদী বিজেপির টানা দ্বিতীয়বারের মত ক্ষমতা পাওয়ায় হিন্দুদের আস্ফালন বহুগুণ বেড়ে গেছে। গত মেয়াদে যখন তারা ক্ষমতায় এসেছিল তখনই তাদেরকে মুসলিমদের কচুকাটা করে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান নিয়ে অখণ্ড রাম রাজত্ব তৈরীর শ্লোগান দিতে দেখা গেছে। এটা শুধু তাদের শ্লোগানই নয়, এটা তাদের রক্তে মিশ্রিত বহুদিনের লালিত স্বপ্ন। তখনই, বরং তার বহু আগেই আমাদের সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমরা সতর্ক হইনি। নিজেদের স্বাভাবিক জীবন যাপনে ব্যস্ত থেকেছি। এখন যখন হিন্দুত্ববাদীদের কৃপাণ আমাদের শাহরগ স্পর্শ করছে তখনও আমরা বেঘোরে ঘুমাচ্ছি।

আমাদের উদাসিনতার এই সুযোগে হিন্দুত্ববাদীরা নিজেদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে গেছে বহুদূর। দেশের সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসিয়ে দিয়েছে রাম রাজত্বের স্বপ্ন বাস্তবায়নকারী

এদেশীয় দালালদের। উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ইস্কন ভারতীয় দালাল-তাগুত সরকারের ছত্রছায়ায় নির্বিঘ্নে তাদের কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। দালালির বিরোধীতা করে ষ্ট্যাটাস দেওয়ায় ভাই আবরার ফাহাদ রহ. কে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে ইস্কন সদস্য মালাউন অমিত সাহার নেতৃত্বে, তারই রুমে। কিন্তু ভারতের পদলেহী হলুদ মিডিয়া এ হত্যাকান্ডে অমিত সাহার সম্পৃক্তির কথা বেমালুম চেপে যাচ্ছে, বরং তা অস্বীকার করছে। নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে ত্রিশ হাজার শিশুকে প্রকাশ্যে "হরে রাম, হরে কৃষ্ণ" পড়ানোর মত দৃষ্টতা দেখিয়েছে ইস্কনের হিন্দুত্ববাদীরা। সব মিলিয়ে তারা বিভিন্নভাবে আমাদেরকে যুদ্ধের উস্কানি দিচ্ছে। ভারতে যেখানে সেখানে যখন তখন মুসলিম ভাইদের রক্ত ঝরানো হচ্ছে, বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের সীমান্তে বিনা অজুহাতে মুসলিম ভাইদের পাখির মত নিশানা বানানো হচ্ছে। দেদারছে লুট করা হচ্ছে মুসলমানের সম্পদ। এদেশে অবস্থানকারী হিন্দুরা প্রকাশ্যে এদেশকে ভারতের অঙ্গরাজ্য করার কথা বলছে।

প্রিয় ভাইয়েরা! এসবই নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে। তাই আজ গাফলতের চাদর ছেড়ে জেগে উঠুন। হিন্দুত্ববাদীদের লালিত স্বপ্নের পথে শক্ত প্রতিরোধ দাঁড় করান। মোহাম্মাদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

চৌদ্দশ বছর আগে যে যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন, যে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে তিনি জাহান্নাম হতে মুক্তির সনদ ঘোষণা করেছেন সে জানবাজ লোকদের দলে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান।

এ ব্যাপারে নবীজির মুখ নি:সৃত সে বাণীগুলো মনযোগ দিয়ে দেখুন। তিনি ইরশাদ করেছেন-

" عِصَابَتَانِ مِنْ أُمَّتِي أَحْرَزَهُمُ اللهُ مِنَ النَّارِ: عِصَابَةٌ تَغْزُو الْهِنْدَ، وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ "

“আমার উম্মতের দু’টি দলকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম থেকে মুক্ত রাখবেন, তন্মধ্যে একটি দল হল, যারা হিন্দুস্তানে যুদ্ধ করবে। আর অন্য দলটি হল, যারা ইসা ইবনু মারয়াম আলাইহিস সালামের সাথে থাকবে”। -সুনানে নাসায়ী ৩১৭৫, মুসনাদে আহমাদ ২২৩৯৬ {শায়খ শুয়াইব আল আরনাউত হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।}

আরো ইরশাদ হয়েছে,

عن أبي هريرة، قال: وعدَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة الهند، فإن استُشْهِدْتُ كنتُ من خير الشهداء، وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحررة.

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে গাযওয়াতুল হিন্দের ওয়াদা দিয়েছেন। আমি যদি তাতে শহীদ হই তাহলে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব। আর আমি যদি গাযী হয়ে ফিরে আসি তাহলে আমি হব জাহান্নাম হতে মুক্তিপ্রাপ্ত আবু হুরায়রা। -সুনানে নাসায়ী ৩১৭৩, মুসনাদে আহমাদ ৭১২৮ {শায়খ আহমদ শাকের রহ. তাঁর তাহকীককৃত মুসনাদে আহমাদের টিকায় হাদীসটিকে সহিহ বলেছেন। দেখুন খন্ড ৬ পৃষ্ঠা ৫৩২}

প্রিয় ভাই! মু'মিন জীবনের সবচে বড় পাওয়া জাহান্নাম হতে মুক্তির সনদ যে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে বলা হচ্ছে আজই তাদের দলভুক্ত হয়ে যান। পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। মযলুম মুসলমানদের রক্তের প্রতিটি ফোটার বদলা নেওয়ার জন্য উঠে দাড়ান। সকল মুসলিম ভাইবোনদের কানে এই জিহাদের আওয়াজ পৌছে দিন। আল্লাহ তায়ালা আপনাদের সহায় হোন।

৩১.গাযওয়ায়ে হিন্দের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসসমূহের মাননির্ণয় (তাসহীহ-তাযযীফ)

আমরা জিহাদ, কিতাল, ফিতান, মালাহিম ইত্যাদি বিষয়ে অনেক হাদিস বিভিন্ন গ্রন্থ-প্রবন্ধ ও ফোরামে লিখি, কিন্তু এ হাদিসগুলো সহিহ কিনা তা যাচাই করি না, অথচ কোন হাদিস লিখা বা বলার পূর্বে তা সহিহ কিনা তা যাচাই করা ওয়াজিব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع কোন মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শুনবে তাই বলতে থাকবে (সহিহ মুসলিম, ১/৮) তাই আমরা গাযওয়াতুল হিন্দ, ফিতান, ইমাম মাহদী, ঈসা আলাইহিস সালাম, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ইত্যাদি বিষয়ে বর্ণিত হাদিসগুলো ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। তো চলুন, আজকে গাযওয়াতুল হিন্দের ব্যাপারে বর্ণিত হাদিসগুলোর পর্যালোচনা দেখি।

أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا بقية، قال: حدثني أبو بكر الزبيدي، عن أخيه محمد بن الوليد، عن لقمان بن عامر، عن عبد الأعلى بن عدي البهراني، عن ثوبان مولى رسول الله، صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار: عصابة تغزو الهند، وعصابة تكون مع

عيسى ابن مريم عليهما السلام». أخرجه النسائي: (3175)
وأحمد: (22396)
وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد
(37/81) : (حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف من أجل بقية -
وهو ابن الوليد- لكنه قد توبع، وباقي رجاله موثقون غير أبي
بكر بن الوليد الزبيدي، فهو مجهول الحال، لكن تابعه عبد الله
بن سالم، وهو الأشعري الحمصي، وهو ثقة)
وصححه أيضا الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم:
1934) والشيخ محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي في
شرح سنن النسائي: المسمى بذخيرة العقبى في شرح سنن
المجتبى: 26/297 ط. دار آل بروم
)

হাদিসের অর্থ:
ছাওবান রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমার উম্মতের দুটি দলকে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম হতে মুক্তিদান করেছেন। তাদের একটি দল হিন্দুস্তানের অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধ করবে। অপর দল ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে যুদ্ধ করবে”। (সুনানে নাসায়ী, ৩১৭৫ মুসনাদে আহমদ, ২২৩৯৬)

হাদিসের মান:
শায়েখ শুয়াইব আরনাউত হাদিসটিকে হাসান বলেছেন, আর

শায়েখ আলবানী এবং সুনানে নাসায়ীর ভাষ্যকার শায়েখ মুহাম্মদ বিন আলী হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন। (মুসনাদে আহমদ, তাহকীক শায়েখ শুয়াইব আরনাউত, ৩৭/৮১ যখীরাতুল উকবা, ২৬/২৯৭ আসসিলসিলাতুস সহিহাহ, ৪/৪৩৩)

حدثنا يزيد، قال: :حدثني محمد بن إسمعيل بن إبراهيم، قال أنبأنا هشيم، قال: حدثنا سيار أبو الحكم، عن جبر بن عبيدة، عن أبي هريرة، قال: «وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند، فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي، وإن قتلت كنت أفضل الشهداء، وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر». رواه النسائي: (3174)

ورواه أحمد (7128) عن هشيم عن سيار عن جبر بن عبيدة عن أبي هريرة. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد (6/532 ط. دار الحديث): إسناده صحيح، سيار هو أبو الحكم الواسطي، سبق توثيقه (3552)، ... جبر بن عبيدة: هو الشاعر، وهو تابعي ثقة، ترجمه البخاري في الكبير (1/ 2/ 242) فلم يذكر فيه جرحاً، وابن أبي حاتم (1/ 1/ 533) فلم يجرحه أيضاً، وذكره ابن حبان في الثقات ...)

قلت: وقال الحافظ في التقريب: (مقبول)، فلا ينزل حديثه عن الحسن. وأما هشيم فهو ثقة ثبت من رجال الشيخين، ووصفه الذهبي في السير (8/288 ط. الرسالة) بقوله: (الإمام، شيخ الإسلام، محدث بغداد، وحافظها) وللحديث طريقان آخران:

أحدهما عن البراء بن عبد الله الغنوي، عن الحسن البصري، عن أبي هريرة عند أحمد (8823)، والثاني: عن هاشم بن سعيد، عن كنانة بن نبيه مولى صفية، عن أبي هريرة عند ابن أبي عاصم في الجهاد (291). ويشهد له حديث ثوبان المارِّ آنفا: «عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار: عصابة تغزو الهند...». فبهذه المتابعات والشواهد يرتقي الحديث إلى درجة الصحة.

وقال السندي في تعليقه على سنن النسائي: (6/42) : (المحرر أي: المعتق من النار على مقتضى ذلك العمل النجيب، ... والحديث الماضي يدل على أنه بشَّر كُلَّ من حضر بذلك، فقوله بذلك مبني على أنه حينئذ يكون مندرجا فيمن بُشروا بذلك، والله تعالى أعلم)

অর্থ:

আবু হুরাইরা বলেন, “রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হিন্দুস্তানের যুদ্ধের ওয়াদা করেছেন, যদি আমি (সেই যুদ্ধে) শহিদ হই তাহলে আমি হবো সর্বোত্তম শহিদদের একজন। আর যদি আমি (সেই যুদ্ধ থেকে জীবিত অবস্থায়) ফিরে আসতে পারি তাহলে আমি হবো (জাহান্নাম থেকে) মুক্তিপ্রাপ্ত। (মুসনাদে আহমদ: ৭১২৮ সুনানে নাসায়ী, ৩১৭৪)

হাদিসটির মান:

শায়েখ আহমদ শাকের হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

(মুসনাদে আহমদ, তাহকীক শায়েখ আহমদ শাকের, ৬/৫৩২)

হাদিসের ব্যাখা:
আল্লামা সিন্দী রহ. বলেন, পূর্বের হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিন্দুস্তানের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সবাইকে জাহান্নাম থেকে মুক্তির ওয়াদা করেছেন, এর ভিত্তিতেই আবু হুরাইরা এ হাদিসে বলছেন, যদি আমি ফিরে আসি তাহলে জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হবো। (সুনানে নাসায়ীর টিকা, ৬/৪২)

أخبرنا يحيى بن يحيى، أنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو السكسكي، عن شيخ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الهند، فقال: «ليغزون جيش لكم الهند فيفتح الله عليهم حتى يأتوا بملوك السند مغلغلين في السلاسل فيغفر الله لهم ذنوبهم فينصرفون حين ينصرفون فيجدون المسيح ابن مريم بالشام» قال: أبو هريرة رضي الله عنه فإن أنا أدركت تلك الغزوة بعت كل طارد وتالد لي وغزوتها». أخرجه الإمام اسحاق بن راهويه في مسند (537)
وقال محقق الكتاب: (رجاله بين ثقة وصدوق سوى شيخ صفوان مبهم لم أعرفه، إسماعيل بن عياش بن سليم أبو عتبة الحمصي صدوق في روايته عن أهل بلده، ومخلِّط في غيرهم وروايته هنا عن أهل بلده) وأخرجه أيضا نعيم بن الحماد في

ولكن إسناده أضعف منه، ففي بقية، وهو مدلس (الفتن، 1236)
وقد عنعن، مع جهالة شيخ صفوان.

অর্থ:
সফওয়ান বিন আমর তার এক শায়েখের সূত্রে, আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণণা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন হিন্দুস্তানের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, ‘তোমাদের একটি বাহিনী হিন্দুস্তানের (অধিবাসীদের) সাথে যুদ্ধ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাদের বিজয় দান করবেন, ফলে তারা হিন্দুস্তানের বাদশাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নিয়ে আসবে। আল্লাহ তায়ালা (সেই মুজাহিদ বাহিনীর) সব গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করে তারা ঈসা আলাইহিস সালামের সাক্ষাত লাভ করবে।
আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, যদি আমি সেই যুদ্ধের সময় জীবীত থাকি তাহলে আমার সব ধনসম্পদ বিক্রি করে তাতে শরিক হবো। -মুসনাদে ইসহাক, ৫৩৭ আলফিতান, নুয়াইম বিন হাম্মাদ, ১২৩৬

হাদিসের মান:
এ হাদিসের একজন রাবী মাজহুল বা অজ্ঞাত, হাদিসটি দুটি সনদে বর্ণিত হয়েছে, এবং দুটি সনদই সফওয়ান বিন আমর

সাকসাকী পর্যন্ত পৌঁচেছে, তিনি ছিকাহ-বিশ্বস্ত রাবী, কিন্তু তিনি তার শায়েখের নাম উল্লেখ করেননি, বরং বলেছেন, ‘এক শায়েখ থেকে’। মুসনাদে ইসহাকের মুহাক্কিক বলেন, এই শায়েখকে আমি চিনতে পারিনি। আমিও অনেক তালাশ করেছি, কিন্তু তাকে শনাক্ত করতে পারিনি। তাই উলুমুল হাদিসের মূলনীতী অনুযায়ী হাদিসটি যয়ীফ, সুতরাং হাদিসটি বর্ণণা করার সময় হাদিসের সনদের দূর্বলতাও বর্ণণা করতে হবে, এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে এ হাদিসের নিসবত করা অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কিংবা হাদিসে এসেছে এভাবে বর্ণণা করা যাবে না। বরং এভাবে বলা যেতে পারে যে, ‘যয়ীফ সনদে একটি হাদিসে এসেছে’। কিন্তু এ হাদিসটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন এই বিশ্বাস রাখা যাবে না। - (দেখুন, আলমাদখাল, মাওলানা আব্দুল মালিক, পৃ: ২০ তাদরীবুল রাবী, পৃ: ১৬০)